23876 - যে ব্যক্তি তাওয়াফের এক চক্কর ভুলে বাদ দিয়েছে এবং সাঈ শেষ করার পর সেটি আদায় করেছে

প্রশ্ন

আমি উমরা করাকালে কাবা শরীফ ভুলবশতঃ ছয় চক্কর তাওয়াফ করেছি; এ কথা মনে ছিল না যে, তাওয়াফ সাত চক্কর। সাঈ করাকালে আমার সেটি মনে পড়েছে। সাঈ শেষ করার পর আমি সে চক্করটি সম্পন্ন করেছি। আমার উপর কি কোন কিছু বর্তাবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

উমরা কিংবা হজ্জের জন্য সাত চক্কর তাওয়াফ করা ওয়াজিব। এর চেয়ে কম চক্কর করলে সেটা যথেষ্ট নয়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা তাওয়াফ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন: "এবং তাদের কর্তব্য প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করা।"[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ২৯] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি সাত চক্কর তাওয়াফ করেছেন। এর সাথে তিনি বলেছেন: "তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্জ-উমরার কার্যাবলী শিখে নাও।"[সহিহ মুসলিম (২২৮৬)]

নববী (রহঃ) বলেন: "তাওয়াফের শর্ত হচ্ছে সাত চক্কর হওয়া। প্রত্যেকবার হাজার থেকে হাজার আসওয়াদ পর্যন্ত। এমনকি যদি এক চক্কর বাকী তবুও তা তাওয়াফ হিসেবে গণ্য হবে না। চাই সে ব্যক্তি মক্কাতে থাকুক কিংবা মক্কা ছেড়ে নিজ দেশে ফিরে আসুক। এর প্রতিকার দম (পশু জবাই) বা অন্য কিছুর মাধ্যমে করা যাবে না।"[আল-মাজমু (৮/২১) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

তাওয়াফের চক্করগুলোর মধ্যে পরম্পরা রক্ষা করা মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবে শর্ত। যদি চক্করগুলোর মাঝে দীর্ঘ সময়ের ছেদ ঘটে তাহলে পুনরায় তাওয়াফ করা আবশ্যক।

কাশ্শাফুল ক্বিনা গ্রন্থে (২/৪৮৩) বলেন: "প্রচলিত প্রথায় যা দীর্ঘ ছেদ হিসেবে গণ্য তাওয়াফের মধ্যে এমন বিচ্ছেদ

ঘটলে; সটো ভুলবশতঃ হোক কংিবা কোন ওজররে কারণে হোক; সে তাওয়াফটি ধর্তব্য হবে না। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফরে চক্করগুলোর মাঝে পরম্পরা রক্ষা করছেনে। এবং তনিি বলছেনে: "তোমেরা আমার কাছ থকেে তোমোদরে হজ্জ-উমরার কার্যাবলী শখিে নাও।"[পরমিার্জতিরূপে সমাপ্ত]

দখেুন: মাওয়াহবিুল জাললি (৩/৭৫), আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা (২৯/১৩২)

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্রতে (১১/২৫৩) এসছে: "যদি কোন হাজীসাহবে ফরয তাওয়াফ করনে; কন্তিু কোন এক চক্কর দতিে ভুলে যান, এর মাঝে দীর্ঘ সময়রে বচ্ছিদে ঘটে; তাহলে তনিি তাওয়াফটি পুনরায় আদায় করবনে। আর যদি বচ্ছিদে অল্প সময়রে জন্য হয় তাহলে তনিি বাদ যাওয়া চক্করটি আদায় করে নবিনে।"[সমাপ্ত]

তনি:

অধকিাংশ ফকিাহবদি (এর মধ্যে চার মাযহাবরে আলমেগণও রয়ছেনে) এর মত, সাঈকে তাওয়াফরে আগে আদায় করা নাজায়যে। যে ব্যক্তি আগে সাঈ করে ফলেছে সটেি গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইবনে কুদামা (রহঃ) আল-মুগনী গ্রন্থে (৩/১৯৪) বলনে: "সাঈ তাওয়াফরে অনুবর্তী। সাঈর পূর্বে কোন তাওয়াফ না থাকলে সে সাঈ সহহি নয়। যদি তাওয়াফরে আগে সাঈ করে ফলেে সহহি হবে না। এটি মালকে, শাফয়েি ও আহলুর রায় এর অভমিত।"[সমাপ্ত]

সুতরাং এর ভত্তিতিে সাঈ শষে করার পর আপনি যে, সপ্তম চক্করটি করছেনে সটেি গ্রহণযোগ্য নয়; এই চক্করটিও অন্য চক্করগুলোর মাঝে বচ্ছিদে ঘটার কারণে।

অনুরূপভাবে আপনার সাঈও গ্রহণযোগ্য নয়; যহেতেু সটেি তাওয়াফ শষে করার পূর্বে সংঘটতি হয়ছে।ে

এর আলোকে আপনি এখনও ইহরামরে ওপর আছনে। ইহরাম অবস্থায় নষিদ্ধি সব কছিু থকেে বরিত থাকা ও মক্কায় ফরিে যাওয়া আপনার উপর আবশ্যক; যাতে করে আপনি তাওয়াফ ও সাঈ করে মাথার চুল কামাই করে কংিবা ছাটাই করে আপনার উমরা শষে করতে পারনে।

শাইখ উছাইমীনকে এমন এক নারী সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি যনিি ছয় চক্কর তাওয়াফে ইফাযা (ফরয তাওয়াফ) করছেনে। তার বশ্বিাস ছলি যে, সাত চক্কর। সাঈ করা ও চুল কাটার পর সে নারী আরকেটি চক্কর আদায় করছে।ে এটি কি যথষ্টে হয়ছে?ে

শাইখ জবাব দনে: "যদি সইে নারীর নশ্চিতি থাকনে যে, ছয় চক্কর করছেনে; তাহলে এই দীর্ঘ বচ্ছিদেরে পর সপ্তম চক্কর করার মাধ্যমে কোন লাভ হবে না। তার কর্তব্য হলো সাত চক্কর তাওয়াফ শুরু থকেে পুনরায় আদায় করা। আর যদি তাওয়াফ

শষে করার পর এটি নছিক সন্দহে হয় যে তনিি বোধহয় তাওয়াফ পরপিূর্ণ করনেনি; তাহলে এমন সন্দহেরে প্রতি ভ্রুক্ষপে করা অনুচতি।”[মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (২২/২৯৩)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।